দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ৮ ...

২১শে আষাঢ় ১৩৯৪ বং

24

ঢাকাঃ সোমবার, ২১ আষাঢ়, ১৩৯৪

লণ্ডনের স্কুল

আরিফুল ইসলাম

আমাদের দেশের এই রাজধানী শহরে যখন দেখি ফুলের মতো নিষ্পাপ ছোট্ট শিশুরা লেখাপড়া তো দূরের কথা একমুঠো ভাত মুখে দিয়ে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রিক্সা চালায়, ইট-পাথর ভাঙ্গে তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে লণ্ডনের শিশু-কিশোরদের আনন্দ আর প্রাচুর্যভরা জীবন। ওদের প্রতিভা যাতে নষ্ট না হয়, প্রতিভার যাতে যথার্থ বিকাশ ঘটে তার জন্য সে দেশের শিক্ষক ও মা-বাবারা সদা সচেষ্ট। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সেদেশে লেখাপড়া করা বাধ্যতামূলক। আমাদের মা-বাবারা একটি ছেলের পড়াশুনার খরচ যুগিয়ে হাফিয়ে ওঠেন। অথচ সেখানকার সরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার সমস্ত উপকরণসহ সবকিছুর খরচ সরকারই বহন করেন। এমনকি ইউনিফর্মটি পর্যন্ত স্কুলই দিয়ে থাকে বা ইউনিফর্মের টাকা দিয়ে থাকে। এক কথায় অর্থাভাব বা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে সেখানে কোন প্রতিভাই অকালে বিনষ্ট হয় না। বিলেতে একটা ছেলে বা মেয়েকে সুষ্ঠু জীবন উপহার দেয়ায় সকল প্রচেষ্টাই করা হয়। কিন্তু তবুও অনেক ছেলে নষ্ট হয়ে যায় বিড়ি ফুঁকে। ঝামেলা বাড়ায়। লেখাপড়ার যে কোন জটিল বিষয় উন্নত প্রযুক্তি ও বিভিন্ন উপকরণ ছাত্রদের সামনে সহজ করে তুলে ধরা হয়। কম্পিউটার ও টাইপসহ আরো অনেক কিছুই শিক্ষা দেয়া হয়। ওরা কাগজে-কলমে সবকিছু করে এবং ওরাও PRACTICAL করাতে উৎসাহী।

সরকারী স্কুল ছাড়াও সেখানে PRIVATE স্কুলও রয়েছে। তবে সেগুলোতে একজন ছাত্রকে বৎসরে যে টাকা দিতে হয় তার পরিমাণ শুনলে গা কাঁটা দেয়। যা সাধারণ পরিবারের ও নিম্ন আয়ের পরিবার দ্বারা সম্ভব নয়। শুধু উচ্চস্তরের লোকেরাই তাদের ছেলেমেয়েকে সেসব PRIVATE স্কুলে পড়ায়। সেদেশের ছাত্ররা সাধারণতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন কিছুর অভাব বোধ করে না। কারণ সেখানে রয়েছে অজস্র লাইব্রেরী— সেগুলেতে হাজার হাজার বই রয়েছে। বই লাইব্রেরীতে বসে পড়া যায় এবং বাসায়ও নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর অনেক দেশে ছাত্রদের কোন কঠিন শাস্তি প্রদানের বিধান নেই। বিশেষ করে শিশুদের কখনওই শাস্তি দেয়া হয় না বরং আদর ও ভালবাসা দিয়ে তাদের সংশোধান করা হয়। কেউ কোন দুষ্টামি বা আপত্তিকর কিছু করলে তা REPORT CARD-এ লিপিবদ্ধ করে শাস্তি না দিয়ে মানসিক উপায়ে তা সংশোধন করা হয়। DETENTION বলেও একটা ব্যবস্থা আছে তা হলো স্কুল ছুটির পর একঘন্টার মতো স্কুলে থাকতে হবে। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, যে ছাত্র কোন বিশেষ একটি বা একাধিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী কাঁচা তার জন্য সপ্তাহে একদিন বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এই দিনটিতে বিশেষ উপায় ও যত্নে তা বুঝিয়ে দেয়া হয়। এই দিনটিকে EXTENPERDAY বলা হয়। স্যারের অনুপস্থিতিতে কোন ক্লাস কামাই করা হয় না বরং SUPPLY TEACHER ক্লাস নেন।

গ্রীষ্মের ছুটিই তাদের দেশে সবচেয়ে দীর্ঘ ছুটি— দেড় মাস। আরও ছুটি রয়েছে যেমনঃ বড়দিনের BANK HOLIDY ইত্যাদি এবং সপ্তাহে দু'দিন ছুটি। শনি ও রবিবার। ওরা ছুটির দিনকে বিভিন্নভাবে উপভোগ করে। স্কুলের উদ্যাগে বা মা-বাবার উদ্যোগে ওরা দেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি বিদেশে অজানাকে জানতে, অদেখাকে দেখতে যায়। এমনি করে দিনে দিনে বাড়তে থাকে ওদের জ্ঞানের পরিধি। এছাড়াও খেলাধুলা করে, সাঁতার কেটে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে হেসে-খেলে নেচে-গেয়ে ওরা দিন কাটায়।

আমি যখন লণ্ডনস্থ HENRY COMPTON SCHOOL-এ পড়তাম তখন আমার চাচা কাতার থেকে লণ্ডনে আমাদের বাসায় আসলে আমি দু'দিন স্কুল কামাই করি। তৃতীয় দিন যখন আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য কাপড় পরছিলাম তখন আমি আমার স্কুলের খামে একটা চিঠি পাই— তাতে আমি কেন স্কুলে যাচ্ছি না জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন আমার ক্লাস টিচার। সেদিন আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধেয় স্যারদের সযত্ন সজাগ দৃষ্টি দেখে।

লণ্ডনের স্কুলে সেই দিনগুলো আমার সবসময় মনে পড়ে। এ স্মৃতিকে আমি ধরে রাখবো, কালের স্রোতে হারিয়ে যাবে না। কোনো মলিনতা পড়বে না এর উপর কোন দিন। সময় ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে বালুর মতো। শৈশব, কৈশোর ও যৌবন-এর স্তর পেরিয়ে মানুষ পৌছে জীবন সায়াহ্নে, বার্ধক্যে। জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন আর প্রাণচাঞ্চল্যময় দিন কাটে ছাত্র জীবনে। এ জীবন চঞ্চল, উচ্ছল। আমার ছাত্র জীবনের গত দু'টো বছর লণ্ডনে কাটানের সুযোগ হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওখানকার স্কুল ও শিক্ষাব্যবস্থার কিছু দিক তুলে ধরছি।

বিলেতে ছাত্র জীবন শুরু হয় ৩ বছর বয়সে। প্লেগ্রুপ, নার্সারী তারপর প্রাইমারী, এমনি স্তরে স্তরে এগিয়ে যায় ছাত্রজীবন। আনন্দ, প্রাচুর্য আর উচ্ছল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা ওদের এই জীবনে লেখাপড়ার সাথে শরীরচর্চা, গান,

নাচ, অভিনয়, কাঠের কাজ, লোহার কাজ, চিত্রাংকন ও বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলাসহ অনেকগুলো মজার ব্যাপার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাইমারী স্তর পেরিয়ে আসার পর লেখাপড়ার চাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। হাই স্কুল জীবনের শেষে S. S. C.-এর সমমানের যে পরীক্ষা হয় তাকে ওখানে "O" Level বলা হয়। অবশ্য শুধুমাত্র পাসমার্ক পেলে এই পরীক্ষাকে "O" Level না বলে C. S. E. বা CERTIFICATE OF SECONDRY EDUCATION বলা হয়। তারপর "A" Level যা H. S. C.-এর সমমানের। তারপর যার যার পছন্দমত বিষয় বেছে নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে পছন্দমত জীবনের পথ বেছে নেয়।